দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 19 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৪ ...

ফল বিপর্যয় ও শিক্ষার মান

রিফাত মুনীর ইতি

এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল বের হয়েছে সম্প্রতি এবং পাসের হার ও জিপিএ পাঁচ প্রাপ্তির হার কমে যাওয়ায় শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে বিরাজ করছে এক মিশ্র প্রতিক্রিয়া। অনেকে বিষয়টির ইতিবাচক দিক খুঁজছেন এই ভেবে যে শুধু পাসের হার বাড়ানো কিংবা জিপিএর ঊর্ধ্বমুখী অবস্থা সামগ্রিক শিক্ষার উন্নতির চিত্র দেখায় না। যেহেতু এক বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষার ময়দানে তাদের মান প্রমাণে ব্যর্থ হচ্ছে (যেমনটি আমরা বিগত বছরের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভর্তি পরীক্ষায় দেখেছি), কিন্তু তারপরও কথা থেকে যায়। পরীক্ষায় কৃতকার্য যারা হলো, তাদের কতটা মানসম্মতভাবে গড়ে তুলল বোর্ড? আদৌ কি তারা প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে টিকে থাকতে সক্ষম?

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাটিই এমন হয়ে গেছে যে, সাত পাঁচ না ভেবেই আমরা শিশুদের ওপরও নিরীক্ষা করতে চাই। আর তাই যখন সৃজনশীল পদ্ধতি এল, তখন শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে একরকম ত্রিমুখী তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল। প্রশিক্ষণহীন শিক্ষক-শিক্ষিকারা, ছাত্রছাত্রীদের অনায়াসে গাইড বই অভিমুখী করে তুললেন; যদিও মূল বই পড়া সৃজনশীল পদ্ধতির মূল শর্ত। আর স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর নির্ভরশীলতার সুযোগে বেড়ে গেল প্রকাশনা সংস্থাগুলোর বই প্রকাশের হিড়িক, কোচিং সেন্টারগুলোর দৌরাত্ম্যের কথা তো বলাই বাহুল্য।

আর এতসব আয়োজনের মাঝখানে নতুন প্রজন্ম লেখাপড়াটাকে অনেক সহজ ভাবতে শুরু করল, মৌলিক জ্ঞান ছাড়াই গণিত, ইংরেজি ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতে লাগল। যেহেতু সৃজনশীল পদ্ধতিতে নম্বর বণ্টনের বিষয়টি অনেক সহজ এবং বিভক্ত, সেহেতু নম্বর কাটার সুযোগ কমে গেল। স্বল্প ধারণায় বিস্তারিত কিছু না জেনেই শিক্ষার্থীরা অভ্যস্ত হয়ে উঠল বেশি নম্বর পেতে, পরীক্ষা পাস ও জিপিএ বাড়ল, কিন্তু প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে রইল তার গুণগত মান। একজন শিক্ষক হিসেবে লক্ষ করলাম, ইংরেজির মৌলিক জ্ঞান ছাড়াই একজন ছাত্র এসএসসিতে এ প্লাস পেয়ে বসে আছে (অর্থাৎ শতকরা আশি শতাংশ নম্বর তার দখলে)। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, পরীক্ষায় তার প্রাপ্ত নম্বরটিও প্রশ্নবিদ্ধ। লেখাপড়ার এই সংক্ষিপ্তকরণ ভবিষ্যতে শিক্ষার্থীকে নানারকম জটিলতার দিকে এগিয়ে দেবে সন্দেহ নেই।

আবার, আমাদের শিক্ষার্থীদের একটা বড় অংশ প্রতিবছর ইংরেজি বিষয়ে অকৃতকার্য হয়। শিক্ষার্থীদের ইংরেজি ভীতির শুরু শৈশব থেকে। বিদেশি ভাষাটিকে সহজ করার তুলনায় নানা রকম বইয়ের বিশাল চাপ দিয়ে আমরা শিক্ষার্থীদের কাছে একরকম দুর্বিষহ করে তুলি। ফলে শিক্ষার্থীরা সারা বছর প্রাইভেট টিচারের কাছে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খরচ করে শুধু পাস সার্টিফিকেট কেনার জন্য। অন্যদিকে, সৃজনশীলতার নামে মাঝে মাঝে প্রশ্নপত্রের সামগ্রিক মান ও তা প্রণয়নের উদ্দেশ্য প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে ওঠে, যা শিক্ষার্থীদের বিপদে ফেলে দেয়।

মূলত, প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে পড়াশোনার কোনো বিকল্প নেই। আর তথাকথিত ভালো ফলাফল কোনো কাজেই আসবে না যদি তা একরকম লেখাপড়াবিহীন যেনতেনভাবে অর্জিত হয়—নতুন প্রজন্মের মাথায় এই কথাটাই ভালোভাবে ঢুকিয়ে দিতে হবে।

ঢাকা